"আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি একটি গ্রন্থ নাযিল করেছি যাতে তোমাদের কথা রয়েছে। তোমরা কি বুঝবে না ?"

এই মহাগ্রন্থে আমার আপনার সকলের কথা রয়েছে। বর্তমান বিশ্বের ৬শ' কোটি মানুষের কথা রয়েছে। এমন কি হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এ দুনিয়াতে এসেছে বা আসবে তাদের সকলের কথা রয়েছে এতে। বস্তুত প্রতিটি মানুষ এ মহাগ্রন্থে তার নিজকে খুঁজে পাবে।

তার মন-মানস, তার চিন্তা-চেতনা, কিসে সে উৎসাহিত হয়, কিসে সে অবদমিত হয়, কিসে সে আনন্দ অনুভব করে, কিসে সে হতাশ হয়; তার এসব অবস্থার কোনটা তার স্রষ্টার সন্তুষ্টির কারণ, কোনটা তার স্রষ্টার ক্রোধের কারণ, কিসে তার প্রকৃত সফলতা, কিসে তার বিফলতা এর বিশদ বিবরণ রয়েছে এই গ্রন্থে। পৃথিবীর বুকে এমন কোন মানুষ আসেনি এবং এমন কোন মানুষ আসবে না যে এই গ্রন্থ পড়বে অথচ তার নিজের চিন্তা-চেতনা, ঝোঁক-প্রবণতা, আনন্দ-বেদনার চিত্র সে এই গ্রন্থে খুঁজে পাবে না। এবং এসবের মাঝে কোনটা তার জন্য যথাযথ, কোনটা গ্রহণীয়, কোনটা বর্জনীয় এ সম্পর্কিত নির্ভুল নিঃসন্দেহ তথ্য এখানে সবাই পাবে।

ব্যক্তিগতভাবে আহনাফ বিন কয়েস নিজকে যেমন খুঁজে পেয়েছেন আমিও আমাকে খুঁজে পেয়েছি, আপনিও আপনাকে খুঁজে পাবেন। আমার চিন্তা-চরিত্রের প্রায় সব দিকই আমি তাতে খুঁজে পেয়েছি তার কেবল একটা উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আশা করি আপনারাও সবাই আপনাদের খুঁজে পাবেন।

কোরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন



মুহাম্মদ আমিনুর রহমান

কোরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন

মোহাম্মদ আমিনুর রহমান

প্রকাশনায়
দি বারাকাহ্ ফাউন্ডেশন
১২৯, নিউ ইস্কাটন রোড, (দ্বিতীয় তলা)
ঢাকা ১০০০।

প্রকাশকাল
১মে ২০০২

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
রেডিয়্যান্ট
১৭৩/২, ফকিরাপুল, ঢাকা- ১০০০।

মূল্য ঃ দশ টাকা মাত্র

যোগাযোগ
১২৯, নিই ইস্কাটন রোড, (দ্বিতীয় তলা) ঢাকা- ১০০০।
ফোন ঃ ৯৩৩৯১২৫, ৯৩৪২০৮৬, ৮৩১৫২২৩

ভূমিকা

প্রতিদিনের সংবাদপত্র-রেডিও-টিভি ইত্যাদি প্রচার মাধ্যম কিংবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অন্য কোন মাধ্যমে আমাদের বর্তমান সময়ের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক যে চিত্র উদ্ভাসিত হয়, তা দেখে যাঁর কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না, তাঁর প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। যিনি আতংকিত, ক্ষুব্ধ, হতাশাগ্রস্ত তাঁর প্রতি আমাদের তেমন কোন বক্তব্য নেই। যিনি এর গভীরতা উপলব্ধি করেন, এর পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষা করেন, তদনুযায়ী এর প্রতিকারে কিছু না কিছু করার তাগিদ অনুভব করেন. তিনি বা তাঁদের প্রতিই আমাদের এই বক্তব্য।

আমরা কেবল তাঁদেরকেই বলব আপনারা যে পরিবর্তনের আশায় বুক বেঁধে আছেন, যে পরিবর্তন হবে সর্বাধিক ইতিবাচক, যে পরিবর্তন হবে ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক মণ্ডলের সর্ব ক্ষেত্রে, যে পরিবর্তন হবে স্থায়ী কল্যাণের, তার নিশ্চিত অব্যর্থ রাস্তার সন্ধান আমাদের নিকট, হ্যাঁ, কেবল আমাদেরই নিকট গচ্ছিত আছে। এ পরিবর্তনের জন্য আপনি কোন্‌খান থেকে কিভাবে কাজ শুরু করবেন তার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য নিয়েই আমরা গভীর আস্থার সাথে আপনাদের মনের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি।

পরিবর্তন প্রত্যাশী, সাহসী, পরিশ্রমী, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বলছি, যে অনন্ত প্রস্রবণ থেকে আকণ্ঠ পান করে এককালের দুনিয়ার সব চেয়ে অবহেলিত, অন্ধকারে নিমজ্জিত জাতি অর্ধ শতাব্দীর কম সময়ে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়ে গোটা দুনিয়ার মানচিত্র-দর্শন-সাহিত্যের ভাষা পাল্টিয়ে মানবতার চরম উৎকর্ষ সাধনের নজির স্থাপন করেছিল, সেই প্রস্রবণ থেকে তৃপ্তিভরে পান করার ব্যবস্থা নিয়ে আমরা আপনাদের নিকট উপস্থিত।

মনে রাখবেন, সত্যের দাওয়াতকে যথাযথ ও সুস্পষ্টভাবে আপনাদের নিকট তুলে ধরা ছাড়া আমাদের অন্য কোন দায়িত্ব নেই। এ কাজের জন্য ইনশাআল্লাহ্ আপনাদের নিকট থেকে আমরা কোন প্রকার প্রতিদানের প্রত্যাশী নই, আমরা মহান আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর করুণার প্রত্যাশী।

শুভ কামনায়
কোরআনের ভাষা শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মরত আমরা ক'জন।

আল-কোরআন ও আমরা

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানের রাজীম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন।❖ যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের জীবন ব্যবস্থাকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারাই অকৃতজ্ঞ হবে তারাই অবাধ্য।"✦

"আর যদি জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনতো এবং পরহেযগারী অবলম্বন করতো, তবে আমি তাদের প্রতি আসমান ও জমীনের নেয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।'✣

❖. এই আয়াতে আল্লাহ্পাক "লাইয়াস্তাখ্লিফান্না" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষায় কোন বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেয়ার জন্য কিংবা অধিক শক্তিশালী করার জন্য ক্রিয়াপদের আগে ও পরে কিছু অতিরিক্ত অক্ষর ব্যবহার করা হয়। এখানে ইয়াস্তাখ্লাফা শব্দের আগে "লা" এবং পরে তাশদীদযুক্ত নূন ব্যবহার করে বিষয়টিকে সর্বাধিক শক্তিশালী করা হয়েছে। অর্থাৎ শাসন কর্তৃত্বের এই প্রতিশ্রুতিকে আল্লাহ্পাক সর্বাধিক শক্তিশালী ওয়াদা হিসেবে দিয়েছেন।

✦. সূরা আল নূর ৫৫ নং আয়াত।

✣. সূরা আল আরাফ ৯৬ নং আয়াত। এখানেও অনুরূপভাবে শক্তিশালী ওয়াদা দেয়া হয়েছে।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দলের জন্যই নির্দিষ্ট রয়েছে বিজয়" ।✦

"আমার রাসূল এবং বান্দাগণের ব্যাপারে আমার এ বাক্য সত্য হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। আমার সৈন্যরা অবশ্যই বিজয়ী হবে।"✣

"আপনি ক্লেশ-কষ্টে পড়ে যাবেন সে জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন নাযিল করিনি।"✤

উপরোক্ত আয়াত গুলোতে মহান রব্বুল আলামীন তাঁর অনুগত বান্দাহ্‌দের জন্য শাসন কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব, বিজয়, তার পক্ষ থেকে সাহায্য, শান্তি, আসমান-জমীনের বরকতের পাকা-পোক্ত প্রতিশ্রুতি দেয়ার সাথে সাথে একথাও ঘোষণা করেছেন যে, আমরা কষ্ট-ক্লেশে পড়ে যাবার জন্য কিংবা বিপদ-মুসিবতে পড়ার জন্য এ কিতাব তিনি আমাদের জন্য নাযিল করেননি। তিনি আরও বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রতিশ্রুতির বরখেলাফ করেন না।"★

বর্তমান দুনিয়ার সোয়াশ' কোটি মুসলিম জনতার মোটামুটি ধারণা তাঁরা আল্লাহ্‌র এই জমীনে আল্লাহ্‌র সর্বাধিক অনুগত বান্দাহ্। ঈমান-আমল বলতে যা বোঝায় তা কেবল তাদের মধ্যেই সংরক্ষিত আছে। দুনিয়ার বুকে একমাত্র তারাই বেহেশ্‌তে যাবার অধিকারী। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে দোযখের শাস্তি দেবেন না। দিলেও সামান্য কয়েকদিনের জন্য দেবেন, কেবল তাদের কৃত পাপের সামান্য শাস্তি ভোগের জন্য। ❀

✦. সূরা মায়েদাহ্ ৫৬ নং আয়াত। ✣. সূরা আসসফ্‌ফাত ১৭২ এবং ১৭৩ নং আয়াত।
✤. সূরা ত্ব-হা আয়াত নং ২। ★. সূরা আর-রা'দ ৩১ নং আয়াত।
❀. সূরা আল বাকারহ্ ৮০ নং আয়াত। এ দুনিয়াতে ইয়াহুদীরাও এ দাবী করে থাকে অথচ আল্লাহ্‌পাক তাদের এ দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

উপরোক্ত আল্লাহ্‌পাকের সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি, মুসলিম নামে কথিত জাতির সার্বিক ধারণা এবং বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করলে যে কোন বিবেকবানের সামনে নিচের দু'টি প্রশ্ন প্রকট হয়ে উঠতে বাধ্য।

ক. এই কথিত মুসলিম জাতিই যদি প্রকৃত আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাহ ও পরকালে নাযাত প্রাপ্তির প্রতিশ্রুত জনগোষ্ঠী হবে তাহলে বর্তমান জগতের শাসন কর্তৃত্ব, বিজয়-বরকত, শান্তি-সমৃদ্ধি তাদের হাতে নেই কেন ?

খ. শাসন কর্তৃত্ব, বিজয়-বরকত, শান্তি-প্রাচুর্য যেখানে আছে সেখানে ইসলাম ও মুসলিমের নাম নেই কেন ?

বিষয়টি অনেকটা সেই সাহিত্য রসিক ভদ্রলোকের ন্যায়। তিনি একদিন দু'কেজি গোশ্‌ত কিনে ঘরে রেখে গিয়েছিলেন। সারাদিন বাড়ী ফিরেন নি। রাতে ঘরে এসে যখন খাবার চাইলেন তখন দেখলেন খাবার পাত্রে গোশ্‌ত নেই। কারণ জিজ্ঞেস করাতে তাঁর স্ত্রী জানালেন, তার পোষা বিড়ালটি কিছুক্ষণ আগে ২ কেজি গোশ্‌ত পুরোটাই সাবাড় করেছে। (আসলে দুপুরে স্ত্রীপক্ষের আত্মীয়-স্বজন আসায় পুরা ২ কেজি গোশ্‌তই তখন খাওয়া হয়ে গিয়েছে।) ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ বিড়ালটি ধরলেন এবং পাল্লায় ওজন দিলেন। দেখলেন বিড়ালের ওজন পূর্ণ ২ কেজি। তখন তিনি তাঁর বিবিকে রসিকতা করে জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে আমার প্রাণাধিকে, যদি এটাই আমার দু'কেজি গোশ্‌ত হবে তাহলে আমার বিড়াল গেল কই ? আর যদি এটাই আমার বিড়াল হবে তাহলে আমার গোশ্‌ত গেল কই?

প্রিয় পাঠক ঃ নিশ্চয় অনুধাবণ করছেন বিড়ালের গোশ্‌ত ভক্ষণের দাবীটা যেমন মিথ্যা তেমনি আমরা তথাকথিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাহ্ তথা পরকালীন নাযাত প্রাপ্তির প্রতিশ্রুত জাতি হওয়ার দাবীটাও মিথ্যা।

এই মিথ্যা দাবীর মূল কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যাবে আমরা প্রায় সকলে জন্মসূত্রে মুসলিম। জেনে বুঝে মুসলিম হওয়ার প্রয়োজনই আমাদের সমাজে অনুপস্থিত। আমরা ব্রাহ্মণের সন্তান যেমন ব্রাহ্মণ হয় তেমনি মুসলিমের সন্তান মুসলিম। অথচ এই জন্মসূত্রে মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ্ পাকের উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি নয়। জেনে বুঝে যারা মুসলিম তাদের জন্যই আল্লাহ্ পাকের উপরোক্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ। জানা-বোঝার জন্য বিশেষ করে দ্বীনকে জানার জন্য, জীবন ব্যবস্থাকে জানার জন্য এ যাবৎকাল আমাদের সমাজের অশিক্ষিতরাতো বটেই শিক্ষিতরাও কেবল "বুজুর্গানে দ্বীনদের" ❖ অনুসরণ করছেন। কোরআন ও সুন্নাহ্ থেকে সরাসরি দ্বীন-কে জানা ও বোঝার চেষ্টায় খুব কমই ব্রতী হয়েছেন।অপরদিকে আল্লাহ্র দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো সাহাবা-তাবেঈন-এবং তাবে-তাবেঈনদের ✯ যুগে প্রতিফলিত হয়েছিলো। শাসন কর্তৃত্ব, বিজয়-বরকত, শান্তি-সমৃদ্ধি বলতে যা বোঝায় তার সকলই তাঁরা পেয়েছিলেন। ইতিহাস তার সাক্ষী।

এর কারণ ছিল সাইয়্যেদ কুতুবের ভাষায়, "যে প্রস্রবণ থেকে সাহাবায়ে কেরাম আকণ্ঠ আব-ই-হায়াত পান করেছিলেন তা হচ্ছে পবিত্র কোরআন। আবার বলছি, তা শুধুমাত্র কুরআন।"✸

❖. বুজুর্গানে দ্বীন এক বিশেষ পরিভাষা। ওয়াজের মাহ্ফিলে বক্তা বেশ ব্যবহার করেন। মাওলানা আকরাম খাঁ বুজুর্গানে দ্বীন নামের এই অনির্দিষ্ট অতীত কিংবা বর্তমান ব্যক্তিত্বদের বরাতে দেয়া বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

✯. সাহাবাঃ যাঁরা ঈমানের সাথে আল্লাহ্র রাসূলের সরাসরি সাহাচার্য লাভে ধন্য হয়েছেন তাঁদেরকে ইসলামী সমাজে সাহাবা নামে আখ্যায়িত করে। তাঁরা ছিলেন আল্লাহ্র দ্বীনের সত্যনিষ্ঠ অনুসারী। তাবেঈন ঃ যাঁরা ঈমানের সাথে কোন একজন বা একাধিক সাহাবীর সাহাচার্য লাভে ধন্য হয়েছেন তাদেরকে তাবেঈন বলা হয়। তাঁরাও দ্বীনের যথাযথ অনুসারী ছিলেন। অনুরূপভাবে যাঁরা এক বা একাধিক তাবেঈন-এর সাহচর্য লাভে সক্ষম হয়েছেন তাঁদেরকে তাবে-তাবেঈন বলা হয়।

✸. ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা। সাইয়েদ কুতুব শহীদ। আধুনিক প্রকাশনী। প্রথম অধ্যায়। ২৭ পৃষ্ঠা। এই গ্রন্থ লেখা এবং প্রকাশের দায়ে তদানীন্তন মিশর সরকার লেখককে ১৯৬৬ সালের ২৫শে আগস্ট মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে।

লেখক এখানে যেভাবে জোর দিয়ে সাহাবাদের সাফল্যের কারণ বলেছেন তদ্রুপ জোর দিয়ে আমাদের বর্তমান তথাকথিত মুসলিম নামক জনগোষ্ঠীর যাবতীয় ব্যর্থতা-পরাজয়, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, নির্যাতন-নিষ্পেষণ-এর কারণ হিসেবে আমরা এই কোরআনের সাথে আমাদের বর্তমান "ঠাট্টামূলক" সম্পর্কের কথাই বলব। আমরা আবারও বলছি, আমাদের এই সম্পর্ক "ঠাট্টামূলক সম্পর্ক" ছাড়া আর কিছুই নয়।

একথা সকলেই অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, আমাদের এই জনগোষ্ঠীর ৯০ ভাগই পবিত্র কোরআনের সাথে যে আচরণ করেন তা নিম্নের যে কোন একটি কিংবা একাধিকটির আওতায় পড়ে।

এক. না-বুঝে মন্ত্রের ন্যায় সকাল-সন্ধ্যা কিংবা সারাক্ষণ মৃদু গুঞ্জনে কিংবা গলা ফাটিয়ে উচ্চারণ। এবং এর মাধ্যমে আসর জমিয়ে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন।

দুই. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পাক-পবিত্র, সাধ্যমত মূল্যবান গিলাফে বেঁধে উঁচু তাকে সংরক্ষণ। প্রত্যহ ধূলা-বালি ঝেঁড়ে ফেলে একে চুম্বন।

তিন. রং-বেরং এর কালিতে নানা ঢং-এ পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াত কিংবা আয়াতাংশকে বিভিন্ন দামের বিভিন্ন মানের কাগজে লিখে সোনা-রূপা কিংবা অন্য কোন ধাতব তাবিজে আবদ্ধ করে গলায়, বাহুতে, কোমরে বেঁধে রাখা কিংবা ধুয়ে পানি পান করণ।

চার. যাদু-টোনা করা, জিন-ভূত তাড়ান, চোর-ডাকাত ধরা, অবাধ্য স্ত্রী কিংবা স্বামী বশীভূতকরণ এমন কি অফিসের কর্মচারী কর্মকর্তা বশীভূতকরণ থেকে শুরু করে মামলা-মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষকে ঘায়েলকরণ।

আচ্ছা বলুনতো পবিত্র কোরআনের কোন আয়াতে কিংবা রাসুল (সঃ)-এর কোন হাদিসে উপরোক্ত আচরণের অনুমতি বা ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে? উপরোক্ত আচরণকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ, উপহাস ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে ? আমরা যে এরূপ ঠাট্টা-বিদ্রুপ করব তা সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্পাক জানতেন।

তাই তিনি তাঁর সম্মানিত রাসূল মোহাম্মদ (সঃ)-এর জবানীতে ক্বিয়ামতের মাঠে যে অভিযোগ পেশ হবে তা আমাদেরকে আগে-ভাগেই জানিয়ে দিচ্ছেন-"এবং রাসূল বললেন, হে আমার প্রতিপালনকারী, নিশ্চিতই আমার এই জাতি তোমার দেয়া সম্মানিত এই কোরআনকে ঠাট্টার বস্তুরূপে গ্রহণ করেছে।"❖

প্রসঙ্গক্রমে হুজুর পাক (সঃ)-এর একটি হাদীস এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য-"এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ পবিত্র কোরআনকে ছিন্নবস্ত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত মনে করবে। তারা যখন কোন ভাল কাজ করবে তখন তারা নিজেরাই বলবে আল্লাহ্‌পাক তা গ্রহণ করে নেবেন, আবার যখন কোন খারাপ কাজ করবে তখন তারা নিজেরাই বলবে আল্লাহ্‌পাক তা মাফ করে দেবেন"।

বস্তুতঃই আমাদের বর্তমান সামগ্রিক আচার-আচরণ পবিত্র কোরআনের প্রতি অবহেলা-ঠাট্টা এবং পরিত্যাগের আচরণের নামান্তর। আমরা এর প্রতি যতখানি অবহেলা করছি ততখানিই আমরা দুনিয়ার জাতিসমূহের মাঝে অবহেলিত হয়ে আছি। আমরা এর প্রতি যে রূপ ঠাট্টার আচরণ করছি সে রূপ দুনিয়ার অপরাপর জাতিও আমাদের প্রতি সম আচরণ করছে। আমরা একে যেভাবে ত্যাগ করেছি দুনিয়ার জাতিসমূহও আজ আমাদেরকে সেভাবে ত্যাগ করছে।

সুতরাং আজ যদি আল্লাহ্‌র ওয়াদার বাস্তব প্রতিফলন আমরা দেখতে চাই তাহলে আমাদেরকে কোরআনের প্রতি বর্তমান আচরণ শুধরিয়ে এর প্রতি এবং অবতরণকারীর ইচ্ছেনুযায়ী আচরণ করতে হবে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে যে ক'টি কথা বোঝা গেল তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ-

এক. আল্লাহ্‌ পাক সৎ মু'মিন বান্দাহদের জন্য তাঁর পবিত্র কালামে পাকে অনেকগুলো সুদৃঢ় ওয়াদা করেছেন যার অনেকগুলো এ

❖. সূরা আল ফুরকান। ৩০ নং আয়াত।

দুনিয়াতেই বাস্তবে প্রত্যক্ষভাবে গোচরীভূত হওয়ার কথা। অতীতে সাহাবা-তাবেঈন এবং তাবে-তাবেঈনদের যুগে তা বাস্তবায়িত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম নামধারী জনগোষ্ঠীর মাঝে এর একটাও প্রতিফলিত নয়।

দুই. এই ওয়াদার প্রতিফলন না হওয়ার কারণ এই নয় যে (নাউজুবিল্লাহ)❖ আল্লাহ্‌ পাক ওয়াদার বরখেলাফ করেছেন। বরং এর কারণ আমরা নিজেরা নিজেদেরকে মুসলিম বলে যে দাবী করছি তা-ই মিথ্যা।

তিন. আমাদের এই মিথ্যা দাবীর কারণ আমরা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত মুসলিম নামে সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তথাকথিত বুজুর্গানে দ্বীনদের দেখে তাদের মুখ থেকে শুনে দ্বীনকে জেনেছি । আমরা কোরআন ও সুন্নাহ্‌কে সরাসরি জেনে- বুঝে তার যথাযথ অনুসরণ করে দ্বীনকে জানা বা বোঝার চেষ্টা করিনি।

চার. কোরআনের প্রতি আমাদের ন্যায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর বর্তমান আচার-আচরণ ঠাট্টা-বিদ্রুপের আচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা যে এরূপ "মূর্খসুলভ ঠাট্টার আচরণ" করব তা আল্লাহ্‌পাক পূর্ব থেকেই জানতেন। তাই তিনি ক্বিয়ামতের মাঠে আমাদের প্রিয় নবী আমাদের বিরুদ্ধে যে ভাষায় অভিযোগ করবেন তা জানিয়ে দিয়েছেন। কোরআনের প্রতি এই অন্যায় অসংগত ঠাট্টার আচরণের কারণেই দুনিয়াতে আমরা আজ লাঞ্ছিত, অপমানিত, অবহেলিত, শোষিত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত।

পাঁচ. আমাদের এই অবস্থার উত্তরণের জন্য কোরআনের প্রতি আমাদের আচরণকে শুধরে মহান আল্লাহ্‌ রব্বুল আ'লামীন যে ভাবে আচরণ করতে বলেছেন সেই আচরণে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। যতদিন আমরা তা না করছি আমাদের অবস্থার পরিবর্তন কিছুতেই সম্ভব হবে না।

❖. নাউজুবিল্লাহ্‌ ঃ এর অর্থ হলো "আমরা আল্লাহ্‌ পাকের ক্রোধ থেকে তাঁর দরবারেই আশ্রয় গ্রহণ করছি।" অর্থাৎ এমন কথাও আছে যা আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে অপছন্দনীয় তা ঘটনাক্রমে উল্লেখ করতে হলে হুজুর পাক (দঃ) আমাদেরকে একথা বলার শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে আমরা আল্লাহ্‌ পাকের অসন্তুষ্টির শিকার না হই।

পাক কোরআনের পরিচয়

এ পর্যন্ত আমরা মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সাথে যে সব অবহেলা, বিদ্রুপ এবং ঠাট্টার আচরণ করেছি এবং তার পরিনতিতে আমরা নিজেরাই কিরূপ অবহেলিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত ও নির্যাতিত জাতিতে পরিণত হয়েছি তার কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। এখন আমরা দেখব কার সাথে, কোন মহান নেয়ামতের সাথে আমরা এই অত্যন্ত ন্যক্কার আচরণ করেছি।

কোরআন নিজেই নিজের পরিচয় দিচ্ছে এ ভাবে-

এই কোরআন অবশ্যই জগত সমূহের প্রতিপালক ❖ এর নিকট থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত আমানতদার ✯ একে নিয়ে এসেছে। (হে মোহাম্মদ (সঃ) আপনার অন্তরে তা (অবতীর্ণ হয়েছে), যাতে (আপনি) বিশ্ববাসীদের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় এটি নাজিল হয়েছে"✦।

এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে পবিত্র কোরআনের পরিচয় কত সুন্দরভাবেই না ফুটে উঠেছে। এখানে নিম্নোক্ত ৫টি প্রশ্নের সুস্পষ্ট জওয়াব রয়েছে।

✦. সূরা আল-শুআরা ১৯২-১৯৫ নং আয়াত

❖. মূলে লেখা আছে "রব্বুল আ'লামীন"। আ'লামীন হল আলম-এর বহুবচন, আলম অর্থ 'জগত'। এখানে 'জগত' বলতে সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু, শক্তি, প্রাণ বা প্রজাতি এক একটা জগত বা আলম। এ জগত সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এ সব সৃষ্টির লালন-পালন-সংরক্ষণ-পরিচালন অনাদিকাল থেকে যিনি করে আসছেন এবং যিনি এর লয় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন এবং যিনি এসবের পুনরায় সৃষ্টি করবেন তিনিই "রব্ব"।

✯. মূলে লেখা আছে "রূহুল আমীন"। আমীন শব্দের অর্থ বিশ্বস্ত আমানতদার, রূহ শব্দের অর্থ আত্মা। এখানে রূহুল আমিন বলতে জিব্রাইল ফেরেশ্তাকে বুঝানো হয়েছে। "রূহুল আমিন" জীব্রাইল (আঃ)-এর টাইটেল বা পদবী যা মহান আল্লাহ্ই তাঁকে দিয়েছেন।

১। এ'কোরআন কার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে ?

২। কার মাধ্যমে নাযিল হয়েছে ?

৩। কোথায় নাযিল হয়েছে ?

৪। কেন নাযিল হয়েছে ?

৫। কোন ভাষায় নাযিল হয়েছে ?।

প্রথম প্রশ্নের জওয়াবে বলা হয়েছে রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। একটু ভাবুনতো! দেশের প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে যদি আপনার নিকট কোন নির্দেশপত্র আসে আপনি তার প্রতি কিরূপ আচরণ করবেন ? আপনি কি তা অবহেলা করবেন ? আপনি কি তা পড়ে দেখবেন না ? আপনি কি আপনার ভাষায় লিখিত নয় বলে নির্দেশপত্রটা না পড়ে ফেলে রাখবেন ? নাকি আপনি না-বুঝে দায়সারাভাবে একে পড়বেন ? নাকি আপনি একে মূল্যবান শো-কেসে যত্ন করে রেখে দেবেন ? আপনি কি এ গ্রন্থের মর্ম উদ্ধার করে পড়ার বা বোঝার জন্য যত্নবান হবেন না ? আশা করি, এ সব প্রশ্নের জবাবে অবশ্যই আপনি বলবেন যে, আপনি অবহেলা করবেন না, আপনি আগ্রহভরে যত্ন সহকারে এর মর্ম উদ্ধার করে পড়বেন, অধ্যয়ন করবেন এবং এর নির্দেশ মত আচরণ করবেন। বলুনত, মহান রব্বুল আলামীন এর সাথে এই প্রেসিডেন্টের তুলনা কতখানি ?

যদি প্রেসিডেন্টের প্রেরিত গ্রন্থের সাথে আপনার আচরণ ঐ রূপ হয় তা হলে মহাগ্রন্থ আল-কোরআন যা আপনার-আমার সকলের প্রতি সতর্ক করার জন্য এই জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে তার প্রতি আচরণ কি হওয়া উচিৎ ?

নিঃস্ব-সম্বলহীন পথে পড়ে থাকা এ দেশীয় কোন বালকের মানুষ হওয়ার দায়িত্ব যদি কোন অষ্ট্রেলিয়ান নাগরিক গ্রহণ করে এবং তার স্কুল থেকে

ভার্সিটির পড়ার খরচসহ তার কাপড়-চোপড়, চিকিৎসা-খাদ্যের যাবতীয় দায়িত্ব ঐ নাগরিক পালন করে এবং ঐ নাগরিকের পক্ষ থেকে ঐ বালককে অস্ট্রেলিয়ান ভাষায় একটা গাইড বই পাঠায় তবে কি ঐ বালক এই অজুহাতে ঐ গাইড বইয়ের অবহেলা করবে যে বইয়ের ভাষা তার বোধগম্য নয় ? বরং এ ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তিই ঐ গাইড বইয়ের মর্ম উদ্ধার করার জন্য উঠে পড়ে লাগবে। এটাই স্বাভাবিক। এর অন্যথা বিকারগ্রস্ততা। যদি তাই হয়, মহান রব্বুল আলামীন যিনি আমার জন্মের আগ থেকেই আমার প্রয়োজনগুলোকে পূরণ করার সুব্যবস্থা নিয়েছেন, যিনি আমার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষণে আমার প্রতি অসীম করুণা বর্ষণ করে চলেছেন, বস্তুতঃ যাঁর অপার মহিমা ও করুণা ছাড়া আমি একটা নিঃশ্বাস নিতেও অপারগ সেই মেহেরবান, চিরদাতার পক্ষ থেকে আজ বিশ্বস্ততার সাথে বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত না হয়ে অর্থাৎ সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় খালেস তার নিজস্ব ভাষায় যে গাইড বই এসেছে তা কিভাবে না-বুঝে না-পড়ে না-অনুসরণ করে আমি থাকতে পারি ? আমার বর্তমান অবহেলা, উপেক্ষায়, অযত্নের এই আচরণ কোন যুক্তিতেই কি গ্রহণ যোগ্য হতে পারে ? আশ্চর্যের বিষয় আমরা পবিত্র গ্রন্থ আল-কোরআনের সাথে প্রায় সকলে মিলে এ আচরণই করে যাচ্ছি এবং এতে সন্তুষ্ট কিংবা নির্লিপ্ত থাকছি। অথচ দুনিয়ার অন্য কোন বিষয়ে এমনটি আমরা করছি না। এমনটা কেউ করলেও তার এই আচরণকে আমরা অনুমোদন দিচ্ছি না।

"আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি একটি গ্রন্থ নাযিল করেছি যাতে তোমাদের কথা রয়েছে। তোমরা কি বুঝবে না ?"✦

উপরোক্ত পবিত্র বাক্যে আল্লাহ্ বলছেন এই মহাগ্রন্থে আমার আপনার সকলের কথা রয়েছে।

✦. সূরা আল-আম্বিয়া-১০ নং আয়াত,

বর্তমান বিশ্বের ৬শ' কোটি মানুষের কথা রয়েছে। এমন কি হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এ দুনিয়াতে এসেছে বা আসবে তাদের সকলের কথা রয়েছে এতে। বস্তুত প্রতিটি মানুষ এ মহাগ্রন্থে তার নিজকে খুঁজে পাবে। তার মন-মানস, তার চিন্তা-চেতনা, কিসে সে উৎসাহিত হয়, কিসে সে অবদমিত হয়, কিসে সে আনন্দ অনুভব করে, কিসে সে হতাশ হয়; তার এসব অবস্থার কোনটা তার স্রষ্টার সন্তুষ্টির কারণ, কোনটা তার স্রষ্টার ক্রোধের কারণ, কিসে তার প্রকৃত সফলতা, কিসে তার বিফলতা এর বিশদ বিবরণ রয়েছে এই গ্রন্থে। পৃথিবীর বুকে এমন কোন মানুষ আসেনি এবং এমন কোন মানুষ আসবে না যে এই গ্রন্থ পড়বে অথচ তার নিজের চিন্তা-চেতনা, ঝোঁক-প্রবণতা, আনন্দ-বেদনার চিত্র সে এই গ্রন্থে খুঁজে পাবে না। এবং এসবের মাঝে কোনটা তার জন্য যথাযথ, কোনটা গ্রহণীয়, কোনটা বর্জনীয় এ সম্পর্কিত নির্ভুল নিঃসন্দেহ তথ্য এখানে সবাই পাবে। ব্যক্তিগতভাবে আহনাফ বিন কয়েস ❖ নিজকে যেমন খুঁজে পেয়েছেন আমিও আমাকে খুঁজে পেয়েছি, আপনিও আপনাকে খুঁজে পাবেন। আমার চিন্তা-চরিত্রের প্রায় সব দিকই আমি তাতে খুঁজে পেয়েছি তার কেবল একটা উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আশা করি আপনারাও সবাই আপনাদের খুঁজে পাবেন।

আজ থেকে ১০/১২ বছর আগের কথা। আমি লক্ষ্য করলাম সুসময়ে আমি আল্লাহ্‌র ইবাদাত বেশী বেশী করি আবার দুঃসময়ে এই ইবাদাতে আমি অমনোযোগী হই। আমি মনে করতাম আমার এই আচরণটা বরং ভাল। কারণ দুঃসময়ে তো সকলেই আল্লাহ্‌কে ডাকে সুখের সময় আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়। আমি তাদের বিপরীত। সুতরাং আমি ভাল। এমন একটা ধারণা আমার প্রায় হয়ে যাচ্ছিল।

❖. ফি জিলালিল কোরআন-সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রথম খণ্ড, হাফেজ মুনিরুদ্দীন, চতুর্থ সংস্করণ, সম্পাদকের নিবেদন, অংশে হযরত আহ্‌নাফ বিন কায়েস (রঃ) যিনি একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ছিলেন, তাঁর নিজকে পবিত্র কোরআনে আবিষ্কার করার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। আগ্রহী পাঠক ইচ্ছে করলে তা দেখে নিতে পারেন। এবং সে অনুযায়ী নিজকে পবিত্র কোরআনে আবিষ্কার করতে পারেন।

এমতাবস্থায় পড়লাম পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত-

"মানুষদের মধ্যে কেউ কেউ শর্তসাপেক্ষে আল্লাহ্‌র দাসত্ব (ইবাদত) করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয় তবে সে ইবাদতে মনোযোগী হয়, আর যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে তবে সে পূর্বাবস্থায় (অমনোযোগের সাথে ইবাদতের অবস্থায়) ফিরে যায়। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় কালেই ক্ষতিগ্রস্ত হল। এটা সুস্পষ্ট ক্ষতি।"✦

এই পবিত্র বাক্য আমার ত্রুটি আমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। আমি বুঝলাম আমি সুস্পষ্ট ক্ষতির মধ্যে ডুবেছিলাম। আল্লাহ্‌পাক আমাকে ঐ সুস্পষ্ট ক্ষতি থেকে রক্ষা করলেন। আপনারা যে কেউ কোরআন বুঝে পড়লে এতে আপনাদের মন-মানস-চরিত্রের ভাল-মন্দ সুস্পষ্ট দেখতে পাবেন এবং পবিত্র কোরআনের নির্দেশ মেনে চললে অতি উত্তম জীবন যাপন করতে পারবেন।

এমন কি জীবনের উত্থান-পতনের প্রতিটি বাঁকেই আপনি কোরআন থেকে পথনির্দেশ লাভে সক্ষম হবেন। দৈনন্দিন জীবনের ব্যথা-বেদনা-হতাশায় পড়লে আপনি পবিত্রতা অবলম্বনপূর্বক যথা নিয়মে ✣ কোরআন-এর যে কোন এক অংশ খুলে গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়নকালে ১০ থেকে ১৫ আয়াতের মধ্যে আপনার তদবস্থায় সংকটের কারণ এবং তার সমাধান আপনি পেয়ে যাবেন। কথাটা আমরা মোটেই অতিরিক্ত বলিনি।

এরপর আমরা পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের দিকে মনোনিবেশ করব- "হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, (যা তোমাদের) অন্তরের রোগের নিরাময় স্বরূপ; আর মুমিনদের জন্য তা হেদায়াত ও রহমত।"✤

✦. সূরা আল হজ্জ আয়াত নং ১১

✣. কোরআনের ভাষা শিক্ষা, প্রকাশক-দি বারাকাহ্‌ ফাউন্ডেশন, ২-৫ পৃষ্ঠায় কোরআন অধ্যয়নের যথাযথ নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া কোন মোহাক্কিক আলিম-এর নিকট থেকে কোরআন অধ্যয়নের নিয়ম জেনে নিতে পারেন।

✤. সূরা-ইউনুস আয়াত নং-৫৭

মানুষ তার যাবতীয় দুর্বলতা অন্তরেই অনুভব করে। এখানে তার যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, লোভ-ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্র-কুটিলতা, অহঙ্কার-দর্প, কামনা-বাসনা, ভীরুতা-কাপুরুষতা নিচতা অনুভব করে, এগুলো এখানেই জন্ম নেয় আর এখানেই এগুলোর বাস। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামীন এই অন্তরেরই চিকিৎসক এবং চিকিৎসাপত্র হচ্ছে এই কোরআন। এ সব রোগের জন্ম, বৃদ্ধি, বিস্তার এবং তার প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ কিংবা মূলোৎপাটনের পথ-পন্থা নির্ভুলভাবে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য আলাদা আলাদাভাবে এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়ে আছে। প্রয়োজন শুধু ব্যক্তির নিজ উদ্যোগে নিজকে কোরআন থেকে খুঁজে বের করার। নিজকে খোঁজার চেষ্টায় যে কেউ কোরআনের কাছে যাবে কোরআন তাকে নিরাশতো করবেই না বরং এক অনাবিল শান্তি স্নিগ্ধতায় তার হৃদয় মন ভরে দেবে। গোটা দুনিয়ার তুলনায় এ সম্পদ তার নিকট অধিক আকর্ষণীয় হবে ইন্‌শাআল্লাহ্‌।

এ কোরআন কিভাবে হৃদয় রোগের চিকিৎসা করে তা বোঝার জন্য উদাহরণস্বরূপ সূরা হুমাযাহ্‌ অধ্যয়ন করার কথা বলব-

"প্রতিটি হুমাযাহ্‌ ❖ লুমাযাহ্‌র ✯ অধিকারীর জন্য ধ্বংস সুনিশ্চিত। (ধ্বংস তাদের জন্যও) যারা অর্থ সঞ্চয় করে আর কেবল গোনে। (এ ব্যক্তি) মনে করে যে তার সম্পদ তাকে নিরাপত্তা দিবে (তাকে চিরঞ্জীব করবে)।

❖. হুমাযা শব্দের অর্থ গীবত। অর্থাৎ পিছনে মন্দ বলে বেড়ান। কোন ব্যক্তির এমন দোষ-ত্রুটির উল্লেখ তার অনুপস্থিতিতে করা যা সে শুনলে কষ্ট পেত। অবশ্য ব্যক্তি যদি মুসলিম সমাজের সামষ্টিক দায়িত্বে থাকে এবং তার যে বিষয়ে বলা হচ্ছে, তা যদি সামষ্টিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হয় তবে তা গীবত কিংবা হুমাযা হবে না।

✯. লুমাজা-সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে কোন মজলিসে কাউকে তার মুখের উপর অপমান করা। এটিও যথাযথ বিচার প্রক্রিয়ায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া ছাড়া কারও জন্য যায়েজ নয়।

কখনও নয়, সে অবশই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামাতে। তুমি কি জান হুতামা কি ? এটি আল্লাহ্‌র আগুন যা তিনি প্রজ্জ্বলিত করেছেন, যা শুষে নেবে অনুভূতির কেন্দ্রকেও। এ আগুনের উপর থেকে রয়েছে ঢাকনা এবং এতে (এই অপরাধীদের) সুদৃঢ় স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখা হবে।"

একটু ভেবে দেখুন। আল্লাহ্‌পাক যার ধ্বংস ঘোষণা করেন তার কি কোন রক্ষা আছে ? হুমাযা-লুমাযাহ্‌র অধিকারী সঞ্চয়কারী মনোবৃত্তির পরিণাম কতই না ভয়াবহভাবে অঙ্কিত হয়েছে পবিত্র কোরআনের এ ছোট্ট সূরাটিতে। গভীর মনোনিবেশ সহকারে যে কেউ এই কয়টি আয়াত অধ্যয়ন করলে সে তার চোখের সামনেই এ জাতীয় দোষ-ত্রুটির অধিকারীকে আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত করা অগ্নিতে কঠিন সুদৃঢ় স্তম্ভের সাথে বাঁধা দেখতে পাবে। এর পরও কি তার অন্তরে স্বভাবে-চরিত্রে এই বদগুণগুলো লালিত হবে ?

এই মহাগ্রন্থ তার নিজ পরিচয়, তার মধ্যে সন্নিবেশিত বিষয়সমূহ এত নির্ভুলভাবে তুলে ধরেছে যে, তার ব্যাপকতা এত বেশী যে, তা কোন বিশাল গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এখান থেকে আমি কেবল উদাহরণস্বরূপ তিনটি বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এখন বলুন-যে গ্রন্থ আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমাদেরই নিকট এসেছে যাতে আমাদের সকলের কথা আছে যা আমার আপনার সকলের অন্তরের রোগের চিকিৎসা তা অধ্যয়ন না করে, তাতে মনোযোগ না দিয়ে, মন্ত্রের ন্যায় উচ্চারণ করে, এর প্রতি যে জুলুম আমরা করেছি তার তুলনা কি পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন গ্রন্থের প্রতি অন্য কোন মানব গোষ্ঠী করেছে ? আমাদেরকে আমাদের এই মহা-অপরাধ অনুধাবন করে, এ জন্য অনুশোচনা করতে হবে, তওবা করতে হবে এবং এর প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

পাক কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক কি হওয়া উচিৎ ?

বুঝে পড়া এবং না বুঝে পড়ার বিভ্রান্তিঃ

"পড় প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।"✦

এখানে মূলে যে শব্দ ব্যবহার হয়েছে তা হল "ইক্বরা"। ইক্বরা শব্দটি "ক্বারাআ" ক্রিয়ার নির্দেশরূপ। আল্লাহ্ আমাদেরকে কোরআন পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বান্দাহ্ হিসেবে আমাদের কোরআন পাঠ করা কর্তব্য। নতুবা প্রভুর এ আদেশ লঙ্ঘিত হয়। এই নির্দেশটি আমাদের প্রভুর নিকট থেকে আমাদের নবী মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর প্রতি প্রথম প্রত্যাদেশ (ওয়াহী)। যাঁদের নিকট এই প্রত্যাদেশ পাঠ করে শোনানো হয় তাদের নিজেদের ভাষাতেই এই প্রত্যাদেশ ছিল। সুতরাং "পড়" নির্দেশের সাথে এ গ্রন্থ বোঝারও নির্দেশ জড়িত ছিল। **কোন গ্রন্থ পড়া হবে অথচ বোঝা হবে না এমন ধারণাই তখন অনুপস্থিত ছিল।** পরবর্তীতে সাহাবাদের সময়েই যখন ইসলামী খেলাফতের বিস্তার অনারব দেশ পর্যন্ত পৌঁছল তখন অনারবদের মধ্যে কোরআনের "হুবহু অবতীর্ণ রূপের" যাতে কোন প্রকার বিচ্যুতি না ঘটে সে জন্য সহী উচ্চারণে কোরআন পড়ার ব্যবস্থা করা হয় অত্যন্ত যত্ন সহকারে। ঈমান আনার পর পরই নামাজ আদায় ফরজ হয়ে যায়। নামাজে পবিত্র কোরআনের অংশবিশেষ তেলাওয়াত করতে বাধ্যবাধকতা থাকায় যত দ্রুত কোরআনের উচ্চারণ পদ্ধতি শিখে সহী উচ্চারণে সবাই কোরআন পড়তে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়।

✦. সূরা আলাক, আয়াত নং ১

এখানেই বিপত্তিটা ঘটে। সাধারণ অনারব লোকরা কোরআন সহী উচ্চারণে পাঠ এবং সম্পূর্ণ কোরআন মুখস্ত করাকেই কোরআন হেফজ করার মূল পদ্ধতি মনে করে বসে এবং তাই যুগ যুগ ধরে হয়ে এসে আজ পর্যন্ত ঘটে চলছে। পড়ার সাথে বোঝা অপরিহার্য, বোঝা না হলে পড়ার দায়িত্ব শেষ হয় না, বিশেষত আল্লাহ্‌র নির্দেশ "পড়" শব্দের যথাযথ দায়িত্ব পালিত হয় না এ কথাটা সচেতনতার সাথে লক্ষ্য করা হয়নি। প্রথম দিকে খেলাফত ব্যবস্থা সচল থাকায় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকায় প্রতিটি অনারব জনপদেই পবিত্র কোরআন বুঝে অধ্যয়ন করার লোক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাতেই তৈরী হয়ে যায়। তাদের ব্যাপক উপস্থিতির কারণে সমাজের অশিক্ষিত অংশ কিংবা সাধারণ অংশের শরয়ী নিয়ম বিধান জানা বা বোঝা সহজ হয়ে যায়। পরবর্তীতে খেলাফত ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবার পর প্রকৃত দ্বীনি আলেম তৈরীর প্রক্রিয়াই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমন কি বিজয়ী শক্তি সর্বপ্রথম এ জাতির প্রকৃত আলেমদেরকেই খতম করে দেয়✦। এর পর ঐ বিজয়ী শক্তি মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে দ্বিমুখী শিক্ষানীতি চালু করে। এতে কোরআন বুঝে অধ্যয়ন করা ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা ক্রমেই কমে যেতে যেতে প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌছে। অপর দিকে নামাযে কোরআন তেলাওয়াত বাধ্য থাকায় সাধারণ লোকেরা শুধু পড়া এবং মুখস্তকরণের কাজ যা অধিকতর সহজ তাতেই সন্তুষ্ট থাকে এবং নিজেদের দায়িত্ব আদায় হচ্ছে বলে ভুল ধারণায় পতিত হয়। এই ভুল ধারণায় কিছু অল্প শিক্ষিত লোক আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীস থেকে আরও বেশী ভুল অর্থ গ্রহণ করে এবং অর্থ ব্যাখ্যা না-বুঝে শুধু তেলাওয়াতকেই যথেষ্ট মনে করতে থাকে।

✦. যারা খেলাফত ব্যাবস্থা ভেঙ্গে পড়া এবং এর পরবর্তী ঔপনিবেশিক অবস্থার ইতিহাস মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন তারা সকলেই এই বক্তব্যের সত্যতা জেনে থাকবেন।

"হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসুদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের কোন একটি অক্ষর পাঠ করেছে তাঁর কারণে উপযুক্ত নেকী মিলবে। আর নেকী হচ্ছে আমলের দশগুণ। আমি বলছি না যে (আলিফ-লাম-মীম) একটি অক্ষর; বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর। (সুতরাং আলিফ, লাম, মীম বললেই ত্রিশটি নেকী পাবে)"✦। তারা যুক্তি দেখালেন আলিফ-লাম-মীম হরূফু মুকাত্তাআত। এবং এগুলো আয়াতিম্‌মুতাশাবিহাত-এর অন্তর্গত। পবিত্র কোরআনেই আছে আয়াতিম্‌মুতাশাবিহার অর্থ কেউ বুঝবে না। সুতরাং হুযুর (সঃ) যেহেতু এই অর্থ না বোঝা বর্ণগুলো উচ্চারণেই নেকীর সুসংবাদ দিয়েছেন তখন কোরআন না বুঝে পড়লেই "পড়" নামক নির্দেশের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। আসলে এটি চরম বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের এই যুক্তি যদি গ্রহণযোগ্য হয় নিম্নের প্রশ্নগুলোর জওয়াব কি হবে?

এক. পবিত্র কোরআন ছাড়া তাঁরা আর কোন গ্রন্থ কি কখনও না বুঝে পড়েন? দুনিয়ার অপরাপর জাতিসমূহের কেউ কি না বুঝে পড়ে?

দুই. পড়া শব্দের মধ্যে বুঝা কথাটা অন্তর্নিহিত নেই এমন কোন বক্তব্য কি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর কোন বক্তব্য থেকে প্রমানিত হয়? বা কোরআনের কোন আয়াত থেকে প্রমাণ করা যায়?

তিন. যদি নাই বোঝা হবে তা হলে যে সব আয়াতে কোরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা করতে বলা হয়েছে, গবেষণা করতে বলা হয়েছে, কিংবা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের পথনির্দেশিকা খুঁজে নিতে বলা হয়েছে সে সব আয়াতের উদ্দেশ্য কি ছিল? না বুঝেই গবেষণা করা? না বুঝেই চিন্তা করা?

✦. তিরমিযি ও দারেমী, মেশকাত শরীফ, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ৪র্থ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা ১৩।

এসব প্রশ্নের জওয়াব যদি নেতিবাচক হয়ে থাকে তা হলে কোরআন পড়ার নির্দেশের সাথে কোরআন বোঝার নির্দেশও জড়িত একথা অকপটে স্বীকার করে নিতেই হবে।

তেলাওয়াত ও কেরাআত এর মধ্যে পার্থক্য

মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে বর্তমানে এ দু'টি শব্দ অনেকটা সমার্থক। অথচ এর পার্থক্য বোঝা দরকার। "ইয়াত্‌লু' শব্দটি তেলাওয়াত শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পাঠ করা। তবে যে কোন পাঠকেই তেলাওয়াত বলা যায় না। বরং যে পাঠ পাঠদানকারীর প্রদত্ত অনুশীলনের অনুরূপ হবে তাকেই তেলাওয়াত বলা হয়। তাই পরিভাষায় সাধারণত কোরআন পাঠ করার ক্ষেত্রে তেলাওয়াত শব্দ ব্যবহৃত হয়।"✦

উপরোক্ত বক্তব্যটি মুফতি শফি (রঃ)-এর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে "কেরাআত" অর্থাৎ পাঠের সাথে অনুধাবন যেমন অবিচ্ছেদ্য তেমনি তেলাওয়াতের সাথে অনুসরণও অবিচ্ছেদ্য। আল্লাহু রব্বুল আলামীন যেভাবে যেভাবে আল্লাহ্‌র রাসূল মোহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট তেলাওয়াত করেছেন, অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র রাসূল যেভাবে তেলাওয়াত করেছেন সাহাবীগণ ঠিক সেভাবে তেলাওয়াত করেছেন, তাঁরাও তাঁদের পরবর্তী তাবেঈনদের নিকট সেভাবে তেলাওয়াত করেছেন। এভাবে এ তেলাওয়াতের ধারা আজ পর্যন্ত চলে এসেছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। তেলাওয়াত শব্দের অর্থ অনুসরণ, তার ইঙ্গিত আমরা সূরা আল্‌-শামস-এর দ্বিতীয় আয়াত থেকেও পাই। এই অনুসরণ পাঠ-পদ্ধতির সাথে যেমন জড়িত তেমনি এর আমলের সাথেও জড়িত। পাঠ বা কেরাআত সকল বইয়ের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু তেলাওয়াত বিশেষভাবে আসমানী গ্রন্থের জন্য প্রযোজ্য।

✦ কোরআনুল করীম -১৪৬৯ পৃষ্ঠা (খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প)

অতএব দেখা যাচ্ছে পবিত্র কোরআন কেরাআত এবং তেলাওয়াত করতে আমরা মুসলিম জনগণ আদিষ্ট এবং এই আদেশের মধ্যেই এর অনুধাবন এবং অনুসরণের জন্যও আমরা আদিষ্ট। তাই শুধু না বুঝে কোরআন পড়লে এবং তদনুযায়ী আমল না করলে "পড়" শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তার "হক" আদায় হবে না।

তেলাওয়াতের হক ঃ

"আমি যাদেরকে গ্রন্থ দান করেছি তারা 'তেলাওয়াতের হক' আদায় করে তা তেলাওয়াত করে। তারাই তৎপ্রতি বিশ্বাস করে। আর যারা তা অবিশ্বাস করে তারা হবে ক্ষতিগ্রস্ত"।✦

"যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন তখন আমি আপনার মধ্যে ও কাফিরদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দেই, যাতে তারা একে উপলব্ধি করতে না পারে, এবং তাদের কর্ণকুহরে বোঝা চাপিয়ে দেই।"✣

পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত দু'টি আয়াত পাশাপাশি পাঠ করলেও একটু চিন্তা করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুধাবন করতে কষ্ট হয় না।

এক. 'হক আদায়' করে তেলাওয়াত করতে আমরা আদিষ্ট।

দুই. কেবল মাত্র ঈমানদারগণই 'হক আদায়' করে কোরআন তেলাওয়াত করেন।

তিন. যারা কুফরি করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

চার. যারা কুফরি করে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বড় কারণ হল কোরআনের বক্তব্য শোনার পরও তা তাদের অনুধাবণ পর্যন্ত পৌঁছায় না, তাদের মাঝে এবং কোরআন তেলাওয়াতের মাঝে "গোপন পর্দা" থাকে, তাদের অন্তর আবরণে ঢাকা থাকে তাদের কর্ণে বোঝা চেপে থাকে।

✦. সূরা আল বাকারাহ্‌-আয়াত নং ১২১

✣. সূরা বনি ইস্রাইল-আয়াত নং ৪৫-৪৬

পাঁচ. "ঈমান" এবং 'তেলাওয়াতের হক' অবিচ্ছেদ্য নতুবা হেদায়াত লাভ অসম্ভব।

সুতরাং হক আদায় করে তেলাওয়াত না করলে মানব জন্মের সর্বাধিক কল্যাণকর কাম্য "হেদায়াত" থেকেই আমরা বঞ্চিত হব। আমরা এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা থেকে আল্লাহ্‌র দরবারে পানাহ্ (আশ্রয়) চাই। আমরা যেন 'হক আদায়' করে তেলাওয়াত করতে পারি সেই তৌফিকই আল্লাহ্‌র দরবারে চাই।

হক আদায় করে তেলাওয়াত করার অর্থ সংক্ষেপে নিম্নরূপ -

এক. পবিত্র কোরআনে যা কিছু পড়া হয় তার সবই আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে, তাতে সন্দেহপূর্ণ কোন কথা নেই, তার আদেশ নিষেধ আমাদের জন্য অবধারিত, এই বিশ্বাস অন্তরের অন্তঃস্থলে থাকতে হবে। এ বিশ্বাস বা ঈমান ছাড়া তেলাওয়াতের হক আদায় হবে না। এই ঈমান না থাকলে কোরআন ও আমাদের মাঝে হিজাবাম্‌মাস্তুরা বা গোপন পর্দা কায়েম হয়ে পরিণামে আমরা গোমরাহ্ বা পথভ্রষ্ট হয়ে যাব।

দুই. তারতীল ✦ আদায় করে তেলাওয়াত করা। আল্লাহ্‌পাক নিজে তারতীলের সাথে কোরআন তেলাওয়াত করেছেন ✣ এবং তিনি তারতীলের সাথে কোরআন পড়ার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।✤ সুতরাং তারতীল আদায় না হলে তেলাওয়াতের হক আদায় হবে না। এমন কি তারতীল আদায় না হলে কোরআনের বক্তব্য হৃদয়মূলে স্থান করে নেবে না।★

✦. লিসানুল আরব—ইবনে মন্‌জুর, ইরানের কোম নগরীর নাশরু আদাবিল হাউযাহ্ থেকে প্রকাশিত (১৪০৫ হিঃ); একাদশ খণ্ডের ২৬৫ পৃষ্ঠা।এটি একটি বিশাল আরবী শব্দকোষ। কোরআন ও সুন্নাহ্‌তে ব্যবহৃত পরিভাষা গুলোর প্রামাণ্য ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত রয়েছে।

✣. সূরা আল ফুরকান, আয়াত নং ৩২ ✤. সূরা আল মুযযাম্মিল, আয়াত নং ৪

★. সূরা আল ফুরকান, আয়াত নং ৩২

সুতরাং এই তারতীল কি তা আমাদেরকে কিঞ্চিত ব্যাখ্যা করে বুঝতে হবে। লিসানুল আরাব গ্রন্থ থেকে তার ব্যাখ্যা নিম্নরূপে পাই-

রাত্তালাল কালাম অর্থ, সত্ত্বরতাহীন, সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সহকারে পাঠ। ....আবুল আব্বাস বলেন, "কোরআন পাঠকালে অনুসন্ধান এবং যথাযথ ব্যাখ্যা ছাড়া আমরা তারতীল থেকে কিছুই বুঝি না। ....ইবনে আব্বাস বলেন, তারতীল মানে যথাযথ ব্যাখ্যা করে সুস্পষ্টভাবে বয়ান করা। আবু ইসহাক বলেন, "কোরআন তেলাওয়াতে তাড়াহুড়া করলে তারতীল আদায় হয় না। কেবল প্রতিটি বর্ণ ও শব্দকে সন্দেহাতীতভাবে পার্থক্য করে যথাযথ ভাবে হক আদায় করে পড়লেই তারতীল হয়।" যাহাক বলেন, "উচ্চারণ কর প্রতিটি অক্ষর সুস্পষ্ট করে নবী (সঃ) প্রতিটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তেন। এবং নরম স্বরে, সময় লাগিয়ে, তাড়াহুড়া না করে পড়াই তারতীল।" .... তারতীল হল তাড়াহুড়ার বিপরীত সময় লাগিয়ে পড়া।"

সুতরাং আস্তে আস্তে তাড়াহুড়া না করে প্রতিটি অক্ষর ও শব্দ সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে বুঝে বুঝে পড়ার নাম তারতীল।

অতএব শবীনা খতমের নামে এক রাতে এক বৈঠকে কোরআন তেলাওয়াতের আসর জমিয়ে কোরআন খতম করার রেওয়াজ কিংবা খুব তাড়াতাড়ি করে নামাযে এক সঙ্গে কোরআনের বেশী অংশ পড়া কিছুতেই ঠিক হবে না। এতে তেলাওয়াতের হক আদায় হবে না, হৃদয় মনে এর স্নিগ্ধ প্রভাব পড়বে না সর্বপরি হেদায়াত লাভ সম্ভব হবে না।

তিন. চিন্তা-গবেষণা সহকারে কোরআন তেলাওয়াত করা। এটাকেই কোরআন তেলাওয়াতে তাদ্‌বীর এবং তাফ্‌কীর বলে। এই তাদাব্বুর এবং তাফাক্কুর করার জন্য আল্লাহ্ পাক নিম্নোক্ত ভাষায় তাগিদ দিয়েছেন-

"তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা (গবেষণা) করে না। না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ।"✦

"এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ গবেষণা করে এবং চিন্তাশীলগণ সাবধান হয়।"✣

উপরের দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, তিনি এই বরকতময় কিতাব গবেষণা করার জন্য এবং সে অনুযায়ী সাবধান হওয়ার জন্য নাযিল করেছেন। অপর দিকে প্রথম আয়াতে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করছেন এই বলে যে— তারা কি তবে কোরআনে গবেষণা করে না? তাদের অন্তরে কি তালা লেগে রয়েছে?

অতএব গবেষণা সহকারে কোরআন তেলাওয়াত করতে আমরা আদিষ্ট এবং চিন্তা-গবেষণা ছাড়া কোরআন তেলাওয়াত করলে কোরআন তেলাওয়াতের হক আদায় হয় না। বিশেষ করে উলুল আলবাব (বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল) ব্যক্তিদের জন্য তাদ্‌বীর এবং তাফ্‌কীর ছাড়া কোরআন তেলাওয়াত অত্যন্ত গর্হিত।

চার. আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন যেখানে দোযখের শাস্তির বর্ণনা দিয়েছেন, কাফির, মুশরিক, মুনাফিকদের পরিণতি বর্ণনা করেছেন, দুনিয়ার অবাধ্য জাতিসমূহের দুনিয়াবী শাস্তির বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে একজন সচেতন পাঠক ভীতসন্ত্রস্ত না হয়ে পারে না। অপর দিকে যেখানে বেহেশ্‌তের বর্ণনা দিয়েছেন, মু'মিন-মুসলিমদের পরিণতির কথা বলেছেন, ঈমান ও সৎকর্মের প্রতিদানের কথা বলেছেন সেখানে একজন মুক্তিকামী জাগ্রত মানুষ আশায় আশ্বস্ত না হয়ে পারে না। বস্তুত এরূপ জাগ্রত ও সচেতন অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াতকারীর অন্তরেই ভীতি-জাগ্রত হয়।✤

✦. সূরা মোহাম্মদ, আয়াত নং ২৪ ✣. সূরা সফ, আয়াত নং ২৯
✤. সূরা আল আনফাল-আয়াত নং ২

চক্ষুতে অশ্রুধারা বয়,✦ হৃদয় মন গলে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে,✣ কখনও বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্ পাকের প্রশ্নের জওয়াব মুখ ফুটে বের হয়। এ অবস্থাকেই হুযন-বাশারাত-ইজাবাত বলে।

একবার ভেবে দেখুন যিনি ঈমান সহকারে, তারতীল সহকারে, তাদাব্বুর সহকারে, হুযন-বাশারাত-ইজাবাত করে কোরআন তেলাওয়াত করেন তাঁর অবস্থা কি কখনও সেই ব্যক্তির ন্যায় হবে যিনি না-বুঝে অমনোযোগে কোরআন পাঠ করেন। নিশ্চিতই প্রথম প্রকারে তেলাওয়াতের হক আদায় হয়, দ্বিতীয় প্রকারে হক আদায় হয় না। যতদিন না আমাদের মধ্যে হক আদায় করে তেলাওয়াত- কারীর সংখ্যা বাড়বে ততদিন আমরা কোরআনের দেয়া প্রতিশ্রুত বিজয়-বরকত, শান্তি-সমৃদ্ধির পথে কদম বাড়াতে অক্ষম হব।

ইতিপূর্বেকার আলোচনায় আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝেছি যে-

এক. আমরা মুসলিমগণ তারতীলের সাথে কোরআন তেলাওয়াত করতে আদিষ্ট।

দুই. অনুধাবন ছাড়া তারতীল এবং তেলাওয়াত যেমন সম্ভব নয় তেমনি তাদাব্বুর ও তাফাক্কুর তথা চিন্তা-গবেষণাও সম্ভব নয়।

তিন. ঈমান, তারতীল, তাদাব্বুর ছাড়া তেলাওয়াতের হক যেমনি আদায় হয় না তেমনি কোরআন থেকে হেদায়াতের রাস্তা সুগম হয় না বরং কোরআন ও অন্তরের মাঝে গোপন পর্দা পড়ে যায়।

চার. এ ধারাবাহিক যুক্তির কেন্দ্র হল অনুধাবন ও তেলাওয়াতের অবিচ্ছেদ্যতা। অর্থাৎ অনুধাবন ছাড়া তেলাওয়াত অবাস্তব, আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রশংসিত নয়।

এ'ছাড়া একটা বিষয়ে এখানে পরিষ্কার হওয়া দরকার— তা হল কোরআন যথানিয়মে অনুধাবনের সাথে সাথে তা আমলে (কর্মে) পরিণত করার চেষ্টায় ব্রতী হতে হয়। এ কার্যের মধ্যেই ঈমানও কুফরী এবং ইসলাম ও জাহেলিয়াতের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়।

✦. সূরা মরিয়ম-আয়াত নং ৫৮ ✣. সূরা আস-সিজদাহ্ আয়াত নং ১৫

পাঁচ. যারা তেলাওয়াতের হক আদায় করে তেলাওয়াত করে না, যারা অনুধাবন করে না, যারা পবিত্র কোরআনের বিধি নিষেধগুলোকে আমল করে না তারা সকলেই কোরআনকে এড়িয়ে চলে। এদের ব্যাপারেই আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেছেন, "যারা এই কোরআনকে এড়িয়ে চলবে তারা ক্বিয়ামতের মাঠে গুরুতর পাপভার বহন করবে"।✦

এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার যে আমরা কি যথাযথ অনুধাবন করে তেলাওয়াতের হক আদায় করে কোরআন পাঠ করে নিজেদের জীবন গড়ব, না এর অন্যথা করে ক্বিয়ামতের মাঠে গুরুতর পাপভার নিয়ে উঠব। কি বলেন চিন্তাশীল পাঠকেরা ? আমরা কি আমাদের পরিণতিকে জাহান্নামের দিকে নিতে বদ্ধপরিকর ? যদি তা না হয় এ মুহূর্তে আমাদেরকে কোরআন অনুধাবন করে তেলাওয়াতের হক আদায় করার পদ্ধতি অর্জন করার কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

✦. সূরা ত্ব-হা-আয়াত নং ১০০

কোরআন অনুধাবন ঃ

সুতরাং দেখা গেল কোরআন অনুধাবনই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনুধাবন বা বোঝা বলতে কেবল অনুবাদ এবং ব্যাখ্যাই নয়- বরং এর বিচিত্র অনুভূতি-যা ব্যক্তি বিশেষে, স্থান বিশেষে এবং কাল-বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য।

পবিত্র কোরআনের অসংখ্য অলৌকিক বিষয়ের মধ্যে এটিও একটি যে, এটি প্রতিটি ব্যক্তিকে তার যোগ্যতানুযায়ী তার প্রয়োজনমত হেদায়াত দিতে সক্ষম। এটি এমন এক গ্রন্থ যা বারংবার, অসংখ্যবার পড়লেও বিরক্তিতো আসেই না বরং আসক্তি আরও বেড়ে যায়। যতবারই পড়া হয় প্রতিবারই মনে হয় নতুন নতুন জ্ঞানের রাজ্য উন্মুক্ত হচ্ছে।

এখান থেকে কার কতখানি জ্ঞান আহরণ দরকার তা তার যোগ্যতার উপর একান্তই নির্ভরশীল। সাধারণ হিসেবে যিনি যতখানি মেধার অধিকারী এবং যিনি যত বেশী সামাজিক-সাংসারিক দায়িত্বের অধিকারী তাঁর তত বেশী কোরআন গভীর ভাবে অধ্যয়ন করা দরকার। একজন প্রান্তিক চাষী বা দিনমজুরের যতখানি কোরআন অনুধাবন যথেষ্ট তা কখনই একজন দায়িত্বশীল সমাজপতির জন্য যথেষ্ট হতে পারে না।

"আল্লাহ্ বলেন আমি কাহাকেও তার ক্ষমতার অধিক দায়িত্ব চাপাই না।"✦ এর বিপরীত অর্থ হল প্রত্যেককে তার ক্ষমতা অনুযায়ী দায়িত্বশীল তিনি করেন। অর্থাৎ যিনি যত বেশী মেধা ও ক্ষমতার অধিকারী তাঁর দায়িত্ব ও জওয়াবদিহিতা আল্লাহ্র নিকট ততবেশী। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সমাজের যারা সর্বাধিক মেধার অধিকারী, যাঁরা সামাজিক সাংসারিক নেতৃত্বের আসনে কর্তৃত্বশীল তাঁদের কোরআন অনুধাবন, অনুশীলন সর্বাধিক হওয়া জরুরী।

✦. সূরা আল বাকারাহ্ আয়াত নং ২৮৬

বাস্তবে আমরা দেখি তার উল্টো। কোন পিতার ৭ সন্তান থাকলে তার সবচেয়ে কম মেধা ও যোগ্যতার অধিকারী সন্তানটিকে পাঠানো হয় কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পাঠ গ্রহণ করতে। ফলে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রকৃত মেজাজ অনুধাবন করতে ঐ পাঠ গ্রহণকারীদের মৌলিক দুর্বলতার কারণেই তাঁরা অপারগ হন। তাই তাঁরা কোরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে সমাজকে তেমন দিকনির্দেশনা দিতে পারেন না। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। তবে তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগন্য। সমাজ সংসারের বিপুল চাহিদার তুলনায় তা অতি অল্প।

আমাদের মনে হয় কোরআনের সমাজ গড়ে না ওঠার এটাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সমাজের মেধাবী অংশ যদি তাঁদের মেধার দাবী অনুযায়ী কোরআন অনুধাবনে লিপ্ত হত তা হলে অবশ্যই তাঁরা এ সমাজকে কোরআনের সমাজরূপে গড়ে তুলতে পারত। পবিত্র কোরআন এমন এক জ্ঞানসমুদ্র যে সারা দুনিয়ার সকল মেধাবীরাও যদি এর জ্ঞান-গবেষণায় তাদের সমগ্র জীবন ব্যয় করে তথাপি তারা সকলে একযোগে কেবল তাদের ক্ষুদ্রতারই অনুমান করবে তথাপি কোরআনের দৈর্ঘ-প্রস্থ-গভীরতা তারা মাপতে সক্ষম হবে না।

আমাদের চারি পার্শ্বে যাদেরকে গড় আই.কিউ.এর হিসেবে অধিক আই কিউ-এর অধিকারী মনে করি তাঁদের মধ্যে অতি অল্পজনকেই কোরআন অধ্যয়নে আগ্রহী দেখি। যাঁরা আগ্রহ দেখাচ্ছেন তাঁরাও কোন মতে শুদ্ধ উচ্চারণ এবং সাথে বঙ্গানুবাদ বা ইংরেজী অনুবাদ কিংবা দু'একটা তাফসীর ঘাটাঘাটি করাকেই যথেষ্ট মনে করেন। অথচ এত অল্প জ্ঞান তাঁরা দুনিয়াবি সমাজ-সংসারে অর্থোপার্জনের কাজে লাগে এমন বিদ্যার জন্য যথেষ্ট মনে করেন না। চিকিৎসা-বিদ্যা হোক, পদার্থ-বিদ্যা হোক, কিংবা সমাজ-বিদ্যা হোক

এগুলোর কোন একটির মাধ্যমে সমাজে দু'পয়সা উপার্জন করার

যোগ্যতা হাসিল করতে তাঁকে যতখানি পরিশ্রম করতে দেখি তার একদশমাংশও তাঁরা পবিত্র কোরআনের জন্য ব্যয় করতে রাজী নন। এর মূল কারণ ইহকালীন জিন্দেগীর চাকচিক্যের প্রতি আকর্ষণ, প্রয়োজনের টান, পরকালের অনন্ত জীবনের চিন্তা থেকে আমাদেরকে গাফিল করে রেখেছে। আমরা সচেতনভাবে যদি আমাদের ইহ ও পরকাল সম্পর্কিত বিশ্বাসকে তলিয়ে দেখি তা হলে দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের জ্ঞানের জন্য যে রূপ পরিশ্রম করছি তার চেয়ে বেশী না হোক অন্তত তদ্রুপ চেষ্টা আমরা কোরআন-সুন্নাহ্‌র জ্ঞানার্জনের জন্যও অবশ্যই করতে বাধ্য হব।

এক বিশাল সময় আমরা অতিক্রম করে এসেছি। তার তুলনায় এ দুনিয়াতে আমাদের অবস্থান ক্ষণিকের। আমরা প্রথম সৃষ্টির পরিপূর্ণ ধ্বংসের নিকটবর্তী সময়ে আছি। দ্বিতীয় সৃষ্টি যার শুরুতে আমাদের এ জীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ কথা ও কাজের হিসাব হবে এবং আমাদের রব আমাদেরকে হয় অনন্ত জান্নাত কিংবা অনন্ত জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তার তুলনায় সময়ের বিচারে এই অতি অল্পসময়ের ইহকালীন জিন্দেগীর জন্য আমরা যেরূপ পরিশ্রম, মেধা ও যোগ্যতা ব্যয় করছি তার একাংশও কি আমাদের পরকালীন অনন্ত জীবন সুন্দর ও সফল করার পথ-পন্থা জানার জন্য ব্যয় করব না?

মহাবিজ্ঞানময় রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আসা এ বাণী বিজ্ঞান, কৌশল, যুক্তি ও বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। এর মৌলিক দাবী বুঝে এ অনুযায়ী জীবনের সঠিক নির্দেশ পথ গ্রহণ করতে যে পরিমাণ মেধা ও যোগ্যতার দরকার সেই মেধা ও যোগ্যতার লোকেরা যে পর্যন্ত এ কোরআনকে অনুধাবন করার জন্য পর্যাপ্ত শ্রম ব্যয় না করবে, মেধা খরচ না করবে ততদিন পর্যন্ত কোরআনের সমাজ গড়ার স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমাদের এই অঞ্চলে এ যাবৎকাল সমাজের মেধাবী

অংশের নিকট কোরআন অনুধাবনের রাস্তাকে সহজ করে তুলে ধরা হয়নি। তাই বিজ্ঞান মনস্ক যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত মানুষগুলো এ মহান-বিজ্ঞানময় গ্রন্থ থেকে কোন ফায়দাই গ্রহণ করতে পারেনি। সাম্প্রতিক সময়ে পবিত্র কোরআনের বেশ কিছু ভাল বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর আমাদের দেশে পাওয়া যায়। ২০/২৫ বছর আগে তাও অনুপস্থিত ছিল। এখনকার বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ কোরআন অধ্যয়ন বলতে এই বঙ্গানুবাদ, তাফসীর এবং ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নকেই বুঝে থাকেন। এর বাইরে অগ্রসর হয়ে কোরআনকে তার অবতরণের ভাষায় সরাসরি হৃদয়ঙ্গম করার রাস্তা তাদের জন্য প্রায় রুদ্ধ।

অনেকে প্রশ্ন করেন তার দরকার কি? কোরআন বোঝার জন্য ৮/১০টি ভাল তাফসীর একত্রে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই যথেষ্ট হয়। আমি বিষয়টিকে একটি উপমার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করছি।

গাছ-পাকা সুমিষ্ট আম, গাছ থেকে নিজ হাতে ছিঁড়ে এনে খোসা ছড়িয়ে যখন খাই তখন আম খাওয়ার যে তৃপ্তি আমরা অনুভব করি তা কখনই "সিজান" বা "প্রাণ" নামক মেঙ্গো জুস (Mango Juice) খেয়ে পাব না। অনুরূপভাবে "সিজান" অথবা "প্রাণ" কে বিশ্লেষণ করলে কিংবা সরাসরি আমের রসকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই কিছু চিনি, কিছু ভিটামিন সি, ভিটামিন-ডি, কিছু মিনারেল এবং বেশ কিছু পরিমাণ পানি। এখন কাউকে যদি ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ চিনি, নির্দিষ্ট পরিমাণ ভিটামিন-ডি, ভিটামিন-সি এবং পানি খাইয়ে দিয়ে বলি আপনি আম খেয়েছেন তখন তিনি কি আম খেয়েছেন বলে আদৌ স্বীকার করবেন?

এখন আমরা আমাদের সম্মানিত মোফাচ্ছেরীনে কেরামদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখে আমাদের ইসলামী সাহিত্যিক ও ফেকাহ্‌বিদদের যাবতীয় পরিশ্রমকে যথাস্থানে মূল্যায়ন করে এবং আমাদের বর্তমান বুদ্ধিজীবীদের যে অংশ কোরআন চর্চা বলতে শুধু অনুবাদ ও তফসীরকে

যথাযথ মনে করছেন তাঁদের চেষ্টা-সাধনাকেও স্বীকৃতি দিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলব— যাঁরা "সিজান" খেয়েছেন তারা "তফসীর" এবং "বঙ্গানুবাদ" পড়েছেন, মূল আম খাওয়া তাঁদের নসীবে হয় নি, অপরদিকে যারা শুধু ইসলামী সাহিত্য কিংবা মাসলা মাসায়েল বা ফেকাহ্‌র বই পড়ে কোরআন বোঝার দাবী করছেন তারা মূল আমের কাছেতো যেতেই পারেন নি "সিজান মেঙ্গো জুস"ও তাদের নসীবে হয় নি। তারা বরং ঐ চিনির পানি খেয়েছেন যা "সিজান" কিংবা "প্রাণ" বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়।

অতএব আমাদের বক্তব্য আশা করি এখন আপনাদের নিকট দিবালোকের মত স্পষ্ট। অর্থাৎ মূল আম খাওয়ার ন্যায় কোরআনের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য তার মূল ভাষায় হৃদয়ঙ্গম করে বোঝার আগে কোরআন কখনই যথাযথভাবে বোঝা সম্ভব নয়। সেই বুঝ দিয়ে সমাজ সংসার বিনির্মাণ সম্ভব নয়।

সমাজ-সংসারের বিনির্মাতাগণ তথা সমাজের মেধাবী কর্তৃত্বশালীগণ যে পর্যন্ত না কোরআনকে তার মূল অবতরণের ভাষায় হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবেন ততদিন তাঁরা "সিজান মেঙ্গো জুস"-এর মধ্যেই তাঁদেরকে পরিতৃপ্ত রাখবেন। আর এই তৃপ্তিতে তাঁদের কল্পনার রাজ্যে হয়ত কোরআন বুঝার অলীক অনুভূতি হতে পারে তবে তা কখনই টস টসে তাজা সুমিষ্ট গাছ-পাকা আম খাওয়ার মত হবে না। পরিণামে তাঁরা কোরআনের সমাজ গড়তেও পারবেন না। তা ছাড়া ম্যানুয়েল বা গাইড বই তারই প্রয়োজন যার আছে নির্দিষ্ট মেশিন বা কারখানা। আল-কোরআন যেহেতু প্র্যাক্টিকেল গাইড বই, সুতরাং যারা সমাজ-সংসারের ঘটন-বিবর্তনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত তাদের জন্যই এই গাইড বই ভালভাবে বোঝা জরুরী। এ সত্য অনুধাবন করতে কারও কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের বর্তমান বাংলাদেশী মুসলিম সমাজে যারা দ্বীনি মাদ্রাসায় আজীবন ব্যস্ত আছেন তাঁদের মেধাবীদের দ্বারাও কোরআনের সমাজ গড়া সম্ভব নয়। এর কারণ হচ্ছে তাঁরা আম খেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এর স্বাদ ও অনুভূতি সমাজের অপরাপরদের মাঝে কি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে পারে সে সম্পর্কে তাঁদের ধারণার অভাব। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলছি—

বর্তমান সমাজ-সংসার কি কি জটিলতায় ভুগছে, এর ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক কারণ কি তা আমাদের মাদ্রাসায় জীবন কাটানো মেধাবী ভাইদের দৃষ্টির আড়ালে। এ সব বিষয়ে তাদেরকে কোন জ্ঞানই সঠিকভাবে দেয়া হয়নি। তাঁরা তত্ত্ব পড়েছেন, তার এ্যাপলাইড বা ব্যবহারিক রূপ হাতে-কলমে দেখার সুযোগ পান নি। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তিনি ব্যতিক্রম। তাঁদের সংখ্যা অতি-অল্প।

সুতরাং সমাজ-সংসারের উত্থান-পতন, ঘটন-বিবর্তন-এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে যে সব ব্যক্তিবর্গ জড়িত তাঁরা উল্লিখিত সমস্যাগুলোর কোরআনিক সমাধান কোরআনকে তাঁর মূল ভাষায় বুঝলে যে ভাবে পাবেন তা ঐ সব কোরআন অভিজ্ঞদের দ্বারা কখনই সম্ভব নয় যাদের বর্তমান বাস্তব সামাজিক দায়-দায়িত্ব নেই।

সমাজের বাস্তব সমস্যার সাথে যারা সরাসরি জড়িত, যারা এগুলো বোঝেন, এগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরা যতক্ষণ (উল্লেখযোগ্য সংখ্যায়) উপরোক্ত উপমার সরাসরি আম ভক্ষণকারী হিসেবে গণ্য না হবেন ততক্ষণ এ সমাজের পরিবর্তন করে কোরআনের সমাজ গড়তে তারা অক্ষম হবেন।

উপরোক্ত আলোচনার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

এক. কোরআন অনুধাবন বলতে অনুবাদ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে বোঝা

নয়, বরং কোরআন অবতরণের ভাষায় প্রতিটি শব্দ ও বাক্যকে অনুধাবন করে অনুশীলনকে বুঝানো হচ্ছে।

দুই. যেহেতু পবিত্র কোরআন বিজ্ঞানময়, এটি বুদ্ধিবৃত্তিক উপস্থাপনার সর্বোচ্চ নিদর্শন সেহেতু সমাজের বুদ্ধিজীবী যারা সমাজের উত্থান-পতন, ঘটন-বিনির্মাণ এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, যাঁদের আই-কিউ খুবই উচ্চ তাঁরা ছাড়া কোরআন থেকে সঠিক নির্দেশনা নিয়ে সমাজ-সংসারকে কোরআনের সমাজে পরিবর্তন সম্ভব নয়।

তিন. এই বুদ্ধিজীবী সমাজের নিকট কোরআন অধ্যয়নের রাস্তাকে সুগম করে দেয়ার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।

কেন কোরআনকে তার মূল অবতরণের ভাষায় বুঝতে হবে ? তাফসীর পড়লে কেন চলবে না ?

এ বিষয়টি একটু বিস্তারিত ভাবে বোঝা দরকার। এর প্রধান কারণটি নিম্নরূপ- কোরআন সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাজিল হয়েছে। আমাদের ভাষা বাংলা। তাই আমরা সরাসরি কোরআনের জ্ঞান অর্জন করতে অক্ষম। তাফসীর কিংবা বঙ্গানুবাদ আমাদের আপাত প্রয়োজন মেটালেও প্রকৃত প্রয়োজন মেটায় না। কারণ আরবী ভাষার ক্রিয়াপদ ও বিশেষ্য পদগুলো অতি বেশী পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতা অনেকগুলো সুদৃঢ় নিয়মের অধীন। যিনি এই নিয়মগুলো বোঝেন তাঁর নিকট শব্দের এই পরিবর্তিত অবস্থাগুলোর বাস্তব যে অর্থ প্রতিভাত হয় তা অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় আয়ত্তে আসে না। একথা যে কোন "আরবী" ভাষাবিদ অনারব বলতে বাধ্য হবেন। প্রতিটি তাফসীরে তাফসীরকারকের নিজ অনুভূতি ও তাঁর মানসিক গড়নের প্রতিফলন হয়েছে এবং তাঁর জন্য তাই যথাযথ। এ কারণেই বিভিন্ন তাফসীর বিভিন্ন প্রকার। কিন্তু আরবী ভাষা শব্দের পরিবর্তনের নিয়মের সাথে অপরিচিত কোন ব্যক্তি ঐ অনুবাদ বা ব্যাখ্যা থেকে ঐ অনুবাদকের বা ব্যাখ্যাকারের ন্যায় ফললাভ করতে ব্যর্থ হবেন। আমাদের মতে এটাই হল আসল কারণ। কোরআনের অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সাথে জড়িত সবাই এ ব্যাপারে একমত।

এছাড়া অপর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আমাদেরকে কোরআন তার মূল অবতরণের ভাষায় বুঝতে হবে। ঐ দু'টি কারণই হল মহান রব্বুল আলামীনের নির্দেশ পালন। এর মধ্যে প্রথম নির্দেশটি নিম্নরূপ-

"তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সুদৃঢ় ভাবে ধারণ কর। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না "✦........

✦. সূরা আল ইমরান-আয়াত নং ১০৩

এই আয়াতে "আল্লাহ্‌র রজ্জু" বলতে একমাত্র কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। তার প্রমাণ হল— নিম্নোক্ত হাদীস— "কোরআন হল আল্লাহ্ তায়ালার রজ্জু যা আসমান থেকে জমীন পর্যন্ত বিস্তৃত।"✦ সুতরাং দেখা গেল আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে মজবুতভাবে কোরআনকে আঁকড়ে ধরার জন্য বলছেন এবং পরস্পরের মধ্যে মতভেদ করতে নিষেধ করছেন। বস্তুত কোরআনকে আমরা যদি প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী (অর্থাৎ দুনিয়ার অপরাপর কাজে আমরা যেরূপ মেধা ও যোগ্যতার পরিচয় দেই) কোরআনের মূল অবতরণের ভাষায় অনুধাবন করে তাকে কার্যে পরিণত করি তা হলেই কেবল এই আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা হবে। আর তা হলেই আমাদের মধ্যকার যাবতীয় বিভেদ মুছে আমরা সুদৃঢ় ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হতে সক্ষম হব। এ কারণেই আল্লাহ্‌পাক এই রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণের সাথে সাথে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে, মতভেদ করতে নিষেধ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য- "যখন অমানিশার গাঢ় অন্ধকারের ন্যায় ফিত্‌না তোমাদেরকে গ্রাস করবে তখন আমি তোমাদেরকে কোরআনকে আঁকড়ে ধরার কথা বলব।"

মুসলিম সমাজ এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় দুর্বলতার মূল হল তাদের অনৈক্য। এই অনৈক্যের মূল কারণ হল তাদের চিন্তার জগত, এবং চিন্তার জগতগুলোর জ্ঞানের উৎস ভিন্ন ভিন্ন। যদি চিন্তার জগতগুলো একই উৎস এই কোরআন থেকে অনবরত প্রস্রবণ লাভ করত তা হলে অবশ্যই তাদের চিন্তার ঐক্য তথা তাদের মধ্যকার মহা-ঐক্য সম্ভব হত। বাতিলের মোকাবেলায় এই ঐক্যই তাদেরকে বিজয়ের আসনে অলঙ্কৃত করতে সক্ষম হত।

✦. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর থেকে বর্ণিত হুযুর পাক (দঃ)-এর হাদীস। এটি ইবনে কাসীর তার তাফসীরে স্থান দিয়েছেন। দেখুন মা'রিফুল কোরআন ১৯১ পৃষ্ঠা, যায়েদ ইবনে আরকামও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় নির্দেশটি নিম্নরূপ-

"হে ঈমানদারগণ ঃ আল্লাহ্র আনুগত্য কর, আনুগত্য কর তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা 'উলিল আমর' তাঁদের যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর তখন বিষয়টিকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল-এর দিকে ফিরিয়ে দাও।

যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।"✦

এটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের মৌলিক নির্দেশ সম্বলিত আয়াত। এর ব্যাখ্যা অনেক বিস্তৃত। আমরা উপরোক্ত আয়াত থেকে সংক্ষেপে যা বুঝেছি তা নিম্নরূপ-

ক. আমরা ঈমানদার হলে, আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হলে অবশ্যই আমরা উপরোক্ত আয়াতের নির্দেশ পালন করতে বাধ্য।

খ. এই নির্দেশের মূল হল আমরা ও আমাদের নেতা তথা "উলিল আমরদের" মধ্যকার মতভেদকে আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহ্র দ্বারা মীমাংসা করতে আমরা আদিষ্ট।

গ. এখন আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্র মৌলিক অনুধাবন ছাড়া কিভাবে আমরা আমাদের উলিল আমরদের বিচ্যুতিগুলোকে চিহ্নিত করব?

ঘ. সুতরাং মুসলিম সমাজের শাসন কর্তৃত্বের লোকরা যেমন কোরআন ও সুন্নাহ্কে মৌলিক ভাবে বোঝতে বাধ্য তেমনি তার জনসাধারণের এক বিরাট অংশকেও তা অনুধাবন করার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে বাধ্য করে। নতুবা উপরোক্ত মৌলিক নির্দেশ বাস্তবে বাস্তবায়িত হওয়া অসম্ভব।

✦. সূরা আল-নিসা আয়াত নং ৫৯

অল্প সংখ্যক কেবল কোরআন বুঝলে অন্যরা অজ্ঞ থাকলে অন্ধ অনুসরণ ও পরিণতিতে গোমরাহী ছাড়া অন্য কিছু সম্ভব নয়। যা বর্তমানে আমরা সকলে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

সুতরাং এই দীর্ঘ আলোচনার মূল বক্তব্য হল-

ক. অতি পরিবর্তনশীল আরবী শব্দগুলোর মূল অর্থ অনুভবের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সচেষ্ট হতে হবে। তা না হলে আমরা-

খ. আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে পারব না। এর কারণে আমরা ঐক্যবদ্ধ না হয়ে বিচ্ছিন্ন-বিভেদপূর্ণ জাতিতে পরিণত হয়ে যাব।

গ. আমাদের ও আমাদের নেতাদের মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝির শান্তিপূর্ণ সমাধান বের করতে অক্ষম হব। এবং পরিণতিতে আমরা অন্ধ অনুকরণ ও গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে পড়ব।

এই তিনটি মৌলিক কারণে আমাদের প্রত্যেককে তার যোগ্যতানুযায়ী কোরআন অনুধাবনে তার মেধা ও শ্রম ব্যয় করতে হবে। নতুবা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব।

সমাপ্ত